

শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার Share, Bond and Debenture



ভূমিকা

কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। বিনিয়োগের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত এসব সিকিউরিটিজগুলোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটির নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে এবং প্রতিটি থেকে বিনিয়োগকারীর আয় এবং ঝুঁকিতে ভিন্নতা রয়েছে। ফলে একজন বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে প্রতিটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানা দরকার। যে কোন বিনিয়োগকারী কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড এবং ডিবেঞ্চার এদের যেকোনো এক বা একাধিক সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করতে পারে। এ ইউনিটে বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে এসব বিনিয়োগ হাতিয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ
--	---------------------	---------------------------------------

এই ইউনিটের পাঠসমূহ
পাঠ-৭.১ : শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চারের ধারণা, শেয়ারের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য।
পাঠ-৭.২ : শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চারের সুবিধা ও অসুবিধা, তুলনামূলক পার্থক্য।
পাঠ-৭.৩ : বাংলাদেশের শেয়ারবাজার, লভ্যাংশ ও লভ্যাংশ নীতি।

মুখ্য শব্দ	শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার, শেয়ার বাজার, লভ্যাংশ ও লভ্যাংশ নীতি।
-------------------	--

পাঠ-৭.১

শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চগারের ধারণা, শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চগারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকারের শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



শেয়ার

শেয়ার হলো একটি ডকুমেন্ট যা কোম্পানির আংশিক মালিকানা উপস্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে শেয়ারহোল্ডাররাই কোম্পানির প্রকৃত মালিক। একটি কোম্পানি সাধারণ শেয়ার বা অগ্রাধিকার শেয়ার বিক্রয় করে ইকুইটি মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। কোম্পানির শেয়ার মূলধনের ক্ষুদ্র অংশ সমান প্রত্যেকটি একককে যেভাবে শেয়ার নামে অভিহিত করা হয় স্টকের ক্ষেত্রে তা হওয়া আবশ্যিক নয়। এক লক্ষ টাকার শেয়ার মূলধনকে দশ হাজার শেয়ারে বিভক্ত করা হলে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য দশ টাকা হবে কিন্তু স্টকের ক্ষেত্রে প্রতিটি এককে সমপরিমাণ মূল্যের হতে হবে এমন নয়। স্টককে সুবিধা অনুযায়ী পাঁচ টাকা, দশ টাকা, বিশ টাকা মূল্যের স্টকে রূপান্তর করা যেতে পারে।

শেয়ারকে স্টকে পরিণত করতে হলে কোম্পানির সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাস করতে হয় এবং প্রস্তাব পাসের পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে এ সম্পর্কে কোম্পানি নিবন্ধককে অবহিত করতে হয়। এরপর সদস্য সূচিতে প্রত্যেক সদস্যের নামের পাশে বর্ণিত তার শেয়ার পরিমাণের স্থলে স্টকের পরিমাণ ও মূল্য উল্লেখ করতে হয়। অবশ্য সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে পরবর্তী সময়ে স্টককে পুনরায় শেয়ারে পরিণত করা যায়। আমাদের উপমহাদেশে শেয়ার ও স্টকের মধ্যে পার্থক্য করা হলেও যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার ও স্টকের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। সেখানে সাধারণভাবে শেয়ারকে স্টক বলা হয়ে থাকে।

বন্ড

বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল যা ইস্যুকারি প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বন্ডহোল্ডারকে প্রদানে বাধ্য করে। বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের আরেকটি হাতিয়ার হচ্ছে বন্ড। বাংলাদেশে অধিকাংশ কোম্পানি ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে ঋণ মূলধনের সংস্থান করে। ফলে বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবে বন্ড এখনও আমাদের দেশে খুব বেশি পরিচিতি না পেলেও সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ড ইস্যু করে তহবিল সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। সাধারণত বন্ডের একটি অবহিত মূল্য থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয় যা ক্যুপন রেট নামে পরিচিত এবং এর একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে।

ডিবেঞ্চগার

ডিবেঞ্চগার হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদি জামানতবিহীন বন্ড। বন্ডের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই ডিবেঞ্চগারে বিদ্যমান। ডিবেঞ্চগারের বিপরীতে কোনো সম্পদ জামানত রাখা হয় না। ডিবেঞ্চগারের বিপরীতে জামানত রাখা হয় না বিধায় সব কোম্পানিকে ডিবেঞ্চগার ইস্যু করার অনুমতি প্রদান করা হয় না। সাধারণত বড় ও স্বনামধন্য কোম্পানি এবং যারা আর্থিকভাবে অনেক স্বচ্ছ তাদেরকে ডিবেঞ্চগার ইস্যু করার অনুমতি প্রদান করা হয়। যেমন: আইবিএম, ইউনিলিভার, স্কয়ার ইত্যাদি। বন্ড ও অগ্রাধিকার শেয়ারের মতো ডিবেঞ্চগারও বাংলাদেশে খুব বেশি দেখা যায় না।

শেয়ারের প্রকারভেদ:

সাধারণত শেয়ারকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়:

- সাধারণ শেয়ার
- অগ্রাধিকার শেয়ার

১. সাধারণ শেয়ার: সাধারণত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ইস্যু করে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা হলে তাকে ইকুইটি মূলধন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রেগুলেটরি বডি বা সরকারের অনুমতি নিয়ে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহের পর সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিবরণপত্র ছাপিয়ে কোম্পানিটি সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়ে জনগণের নিকট শেয়ার ক্রয়ের আবেদন চাওয়া হয়। আবেদন জমা হলে সেখান হতে লটারির মাধ্যমে শেয়ার বন্টন করা হয়। ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরাও শেয়ার ক্রয় করে উক্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। এরাই প্রকৃত পক্ষে কোম্পানির মালিক। ইহার মালিকদের কোম্পানি নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সাধারণ শেয়ার সহজে হস্তান্তরযোগ্য এবং বিনিয়োগকারী ইচ্ছে করলে যেকোনো সময় শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে।

প্রতিষ্ঠানের লাভ হলে এদের মধ্যেই মুনাফা লভ্যাংশ হিসাবে বন্টন করা হয়। শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরতযোগ্য নয়। তবে নগদ অর্থের প্রয়োজন হলে শেয়ারহোল্ডাররা সেকেন্ডারি মার্কেটে (যেমন: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ) অধিক মূল্যে শেয়ার বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করতে পারে। সাধারণত লাভজনক কোম্পানির ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডাররা নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। তবে লভ্যাংশ প্রদানের কোনো নির্দিষ্ট হার পূর্ব নির্ধারিত থাকে না। কোম্পানির জন্য লভ্যাংশ প্রদান করা বাধ্যতামূলকও নয়। মুনাফা না হলে সাধারণত লভ্যাংশ প্রদান করা হয় না। মুনাফা হলেও সম্পূর্ণ অংকের মুনাফা লভ্যাংশ হিসেবে বন্টন করা হয় না। কোম্পানি ইচ্ছে করলে যেকোনো হারে লভ্যাংশ প্রদান করতে পারে, আবার লভ্যাংশ নাও প্রদান করতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের কাক্ষিত পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করতে না পারলে সেকেন্ডারি মার্কেটে শেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়, যা কোম্পানির জন্য ক্ষতিকর। তাই সাধারণ শেয়ারে বিনিয়োগ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ হওয়ায় এরকম শেয়ার থেকে আয়ের সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

২. অগ্রাধিকার শেয়ার: যেসব বিনিয়োগকারী শেয়ারে বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে আয় করতে চায়, তাদের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার একটি ভালো বিনিয়োগের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অগ্রাধিকার শেয়ার হলো এমন এক ধরনের শেয়ার যা এর ক্রেতাকে আর্থিক সুবিধা ও অবসায়নের সময় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের মুনাফা বন্টনের সময় অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং সর্ব প্রথম লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। তারপর সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ বন্টন করা হয়। এধরনের শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার নেই এবং এরা কোম্পানির মালিক নয়। অনেক সময় অগ্রাধিকার শেয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় পর সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করার বিকল্প সুযোগ দেয়া হয়। ফলে বিনিয়োগকারী ইচ্ছে করলে এই সুযোগ ব্যবহার করে সাধারণ শেয়ার মালিক হতে পারে।

এছাড়া ও শেয়ারকে আরো কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন:

১. রাইট শেয়ার
২. বোনাস শেয়ার
৩. বিলম্বিত শেয়ার

১. রাইট শেয়ার: একটি গঠনের পরাবর্তীকালে যদি কোম্পানির অর্থের প্রয়োজন হয় এবং এক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রয় করার সময় পুরাতন শেয়ারহোল্ডাররা শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে তখন তাকে রাইট শেয়ার বলে। অর্থাৎ কোম্পানির মূলধন প্রয়োজন হলে এধরনের শেয়ার বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পুরাতন শেয়ার মালিকগণ এধরনের শেয়ার ক্রয় করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এধরনের বিক্রয়যোগ্য শেয়ারকে রাইট শেয়ার বলে।

২. বোনাস শেয়ার: যখন কোন কোম্পানি তাদেও অর্জিত নিট মুনাফার একটি অংশ শেয়ার মালিকদের মধ্যে নগদ লভ্যাংশ হিসেবে বন্টন না করে অবন্টিত মুনাফা শেয়ারে রূপান্তর করে মেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে আনুপাতিকহারে বন্টন করা হয় তখন তাকে বোনাস শেয়ার বলে।

৩. বিলম্বিত শেয়ার: যে শেয়ারহোল্ডারদের সবার শেষে বা বিলম্বে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তাকে বিলম্বিত শেয়ার বলে। অর্থাৎ এধরনের শেয়ারহোল্ডারদের অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করার পরে আনুপাতিকহারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। আবার কোম্পানি অবসায়নের সময়ও এধরনের শেয়ার মালিকদের আর্থিক দাবি সবার শেষে পরিশোধ করা হয়। এধরনের শেয়ার সাধারণত কোম্পানির প্রবর্তকগণ ক্রয় করে থাকে। সেজন্য এধরনের শেয়ারকে প্রবর্তকের শেয়ার বলে অবহিত করা হয়।

সাধারণ শেয়ারের বৈশিষ্ট্য

সাধারণ শেয়ারের বৈশিষ্ট্য সমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **মালিকানা:** সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণই একটি কোম্পানির প্রকৃত মালিক। যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোম্পানির সাধারণ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানা লাভ করেন। তবে এরা যে পরিমাণ শেয়ার ধারণ করে সে পরিমাণ অংশের মালিক বলা হয়। অর্থাৎ এদেরকে কোম্পানির আংশিক মালিক বলা হয়।
২. **আঙ্কিক মূল্য:** আঙ্কিক মূল্য বলতে শেয়ারের গায়ে লিখিত মূল্যকে বুঝায়। প্রতিটি শেয়ারের একটি নির্দিষ্ট লিখিত মূল্য থাকে।
৩. **ভোটাধিকার:** সাধারণত প্রত্যেক সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের একটি করে ভোট প্রদানের অধিকার রয়েছে। শেয়ার মালিকগণ কোম্পানির যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। এই ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তারা কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ নির্বাচন করেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
৪. **লভ্যাংশ:** নিট আয়ের যে অংশ শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বন্টন করা হয় তাকে লভ্যাংশ বলে। লভ্যাংশ প্রদান কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। বেশিরভাগ কোম্পানি বাৎসরিক ভিত্তিতে লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে। লভ্যাংশ দু'ভাবে প্রদান করা হয়। যেমন- নগদ লভ্যাংশ এবং স্টক লভ্যাংশ।
৫. **সীমাবদ্ধ দায়:** শেয়ারহোল্ডারদের দায় তাদের শেয়ার প্রতি বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। যেমন: তুমি ক্রয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির ১০০ টাকা মূল্যের ১০০টি শেয়ার ক্রয় করেছ। এক্ষেত্রে তোমার দায় ১০,০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
৬. **মেয়াদ:** সাধারণ শেয়ারের নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ থাকে না। এটি পারপিচুয়াল বা চিরস্থায়ী। যতদিন কোম্পানির অস্তিত্ব থাকবে শেয়ারহোল্ডারগণ ততদিন ঐ কোম্পানির মালিক থাকবেন। তবে এর মালিকানা হস্তান্তর করা যায়।
৭. **কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ:** শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির প্রকৃত মালিক হওয়ায় তারা কোম্পানির যাবতীয় কার্যক্রম ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কারণ, শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে।

অগ্রাধিকার শেয়ারের বৈশিষ্ট্য


নিচে অগ্রাধিকার শেয়ারের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:


১. **লভ্যাংশ:** অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকগণ লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের চেয়ে অগ্রাধিকার পায় এবং নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন।
২. **পরিশোধ:** সাধারণত অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধনের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট তারিখ থাকে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ইস্যুকরী প্রতিষ্ঠান পরিশোধের ব্যাপারে নির্দিষ্ট তারিখ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।
৩. **ক্রমসংযোজিত লভ্যাংশ:** বেশিরভাগ অগ্রাধিকার শেয়ার হলো ক্রমসংযোজিত অগ্রাধিকার শেয়ার। কোন বছর পর্যাপ্ত পরিমাণ আয় না হওয়ার কারণে কোম্পানি যদি লভ্যাংশ প্রদান করতে না পারে যে বছর কোম্পানি মুনাফা করবে সেই বছর কোম্পানিকে পূর্বের সকল বছরের অপ্রদত্ত বা বকেয়া লভ্যাংশ শেয়ার মালিকদের প্রদান করতে হয়।
৪. **ভোটাধিকার:** সাধারণ শেয়ারের মত অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারদের কোন ভোটাধিকার থাকে না। এরা কোন ভোট প্রয়োগ করতে পারে না।
৫. **রূপান্তরযোগ্যতা:** বর্তমানে অধিকাংশ অগ্রাধিকার শেয়ার সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করার সযোগ দেয়া হয়। অর্থাৎ অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকগণ একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করতে পারে।

বন্ডের বৈশিষ্ট্য:

নিচে বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ডের বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করা হলো:

- ১. ফেস ভ্যালু:** অগ্রাধিকার শেয়ারের অবহিতমূল্য থাকে। সাধারণত ১০০০ টাকা অবহিতমূল্যে বন্ড ইস্যু করা হয়। এই মূল্য বন্ডের মেয়াদ পূর্তিতে বন্ডহোল্ডারকে ইস্যুকারি প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করে থাকে।
- ২. জামানত:** বন্ডের বিপরীতে সাধারণত স্থায়ী সম্পত্তি জামানত হিসেবে রাখা হয়। যদি বন্ড ইস্যুকারি কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় না তাহলে এসব সম্পত্তি বিক্রি করে বন্ডহোল্ডারদের পাওনা অর্থ পরিশোধ করা হয়।
- ৩. পরিপক্বতার সময়:** কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডের একটি নির্দিষ্ট পরিপক্বতার সময় উল্লেখ থাকে। এ তারিখে বন্ড পরিপক্ব হয় এবং বিনিয়োগকারী বন্ডে উল্লিখিত লিখিত মূল্য ফেরত পায়।
- ৪. ঋণদাতা:** বন্ড ইস্যুকারি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ গ্রহীতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং বন্ডের ক্রেতাকে ঋণদাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে বন্ডহোল্ডারদের কোন ভোটাধিকার থাকে না।
- ৫. রূপান্তরযোগ্যতা:** বন্ড ইস্যুকারি প্রতিষ্ঠান অনেক সময় রূপান্তরযোগ্য বন্ড ইস্যু করে থাকে। এক্ষেত্রে বন্ডহোল্ডারা উল্লিখিত শর্ত অনুসারে তাদের ধারণকৃত বন্ডকে নির্দিষ্টসংখ্যক সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করতে পারে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	একজন বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চর এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য বিচার কর এবং এ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান যাচাই করে তুমি তোমার শিখনকার্যটি ঝালাই করে নেও।
---	------------------------	--

	সারসংক্ষেপ :
শেয়ার হলো একটি ডকুমেন্ট যা কোম্পানির আংশিক মালিকানা উপস্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে শেয়ারহোল্ডাররাই কোম্পানির প্রকৃত মালিক। অগ্রাধিকার শেয়ার হলো এমন এক ধরনের শেয়ার যা এর ক্রেতাকে আর্থিক সুবিধা ও অবসায়নের সময় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল যা ইস্যুকারি প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বন্ডহোল্ডারকে প্রদানে বাধ্য করে। ডিবেঞ্চর হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদি জামানতবিহীন বন্ড।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১
---	-------------------------------

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। একটি কোম্পানির প্রকৃত মালিক কাকে বলা হয়?

- | | |
|---------------------|------------------|
| ক. শেয়ারহোল্ডারকে | খ. বন্ডহোল্ডারকে |
| গ. ঋণপত্রের মালিককে | ঘ. পাওনাদারকে |

২। নিচের কোন সিকিউরিটিজের উপর বিনিয়োগকারীদেরকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়?

- | | |
|------------------|----------------------|
| ক. সাধারণ শেয়ার | খ. অগ্রাধিকার শেয়ার |
| গ. কুপন বন্ড | ঘ. ডিবেঞ্চর |

৩। নিচের কোনটি জামানতবিহীন বন্ড?

- | | |
|------------------|----------------------|
| ক. সাধারণ শেয়ার | খ. অগ্রাধিকার শেয়ার |
| গ. ডিবেঞ্চর | ঘ. জিরো কুপন বন্ড |

পাঠ-৭.২

শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চগরের সুবিধা ও অসুবিধা, তুলনামূলক পার্থক্য



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চগর এর সুবিধা সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চগর এর অসুবিধা সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



সাধারণ শেয়ারের সুবিধা ও অসুবিধা

বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবে সাধারণ শেয়ারের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

সুবিধা

- ১. অধিক আয়:** একটি ভাল সাধারণ শেয়ার বিনিয়োগ করা হলে বিনিয়োগকারীর জন্য ভালো আয়ের উৎস হতে পারে। বিনিয়োগের অন্যান্য উৎস যেমন: অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চগর থেকে বিনিয়োগকারীরা নির্দিষ্ট হাওে আয় পেয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ শেয়ার থেকে আয় নির্দিষ্ট থাকে না। ফলে কোম্পানি অধিক আয় করলে বিনিয়োগকারীদের প্রাপ্ত আয়ও বৃদ্ধি পায়।
- ২. সীমাবদ্ধ দায়:** সাধারণ শেয়ার মালিকরা যৌথভাবে কোম্পানির ঝুঁকি বহন করে। কোনো অবস্থাতেই একজন বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি তার বিনিয়োগকৃত অর্থের অধিক হয় না। তাই সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদেও দায় তাদের শেয়ারের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।
- ৩. তরল্য:** সাধারণ শেয়ার বিনিয়োগকারীর কাছে তরল সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। কারণ যেকোনো সময় সাধারণ শেয়ার বিক্রি করে নগদ টাকায় রূপান্তর করা যায়।

অসুবিধা

- ১. ঝুঁকি:** সাধারণ শেয়ারে বিনিয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। শেয়ারবাজারে অনেক ফটকা বিনিয়োগকারী বা জুয়াড়ি থাকে যারা শেয়ারের মূল্যকে প্রভাবিত করে থাকে। ফলে সঠিক শেয়ারে বিনিয়োগ করতে না পারলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।
- ২. মুনাফা ও সম্পত্তি বন্টনে অধিকার:** কোম্পানির লভ্যাংশ বন্টনের সময় অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড ও ঋণপত্রের মালিকদের প্রাপ্ত আয় সবার আগে পরিশোধ করা হয় তারপর যদি কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে তা সাধারণ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হয়। আবার কোম্পানি অবসায়ন সময় সম্পত্তি বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সকল দায় পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট অর্থ শেয়ার মালিকদেও মাঝে বন্টন করা হয়। অর্থাৎ, উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড ও ঋণপত্র মালিকদের দাবি পূরণের ক্ষেত্রে সাধারণ শেয়ার মালিকদের চেয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

অগ্রাধিকার শেয়ারের সুবিধা ও অসুবিধা

বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রাধিকার শেয়ারের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

সুবিধা

- ১. নির্দিষ্ট হারে আয়:** অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদেরকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। ফলে এদের আয় সাধারণত নিশ্চিত থাকে।

২. লভ্যাংশের উপর অগ্রাধিকার: লভ্যাংশ প্রদানের সময় অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদেরকে সাধারণ শেয়ার মালিকদের চেয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। সবার আগে এদেরকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়।

৩. সম্পদের উপর দাবি: কোম্পানি অবসায়ন বা বিলুপ্তির সময় সম্পদের উপর অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের দাবি সাধারণ শেয়ার মালিকদের দাবির পূর্বে পরিশোধ করা হয়। তবে ঋণপত্রের মালিকদের দাবির পূরণ করার পর এদের দাবি পূরণ করা হয়।

অসুবিধা

১. নিয়ন্ত্রণ: অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের কোনো ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকার থাকে না। ফলে এরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

২. সীমিত আয়: অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের আয় সীমিত কারণ এদেরকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। থাকে। ফলে কোম্পানি অতিরিক্ত মুনাফা করলেও অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদেরকে কোন অতিরিক্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হয় না।

বন্ডের সুবিধা ও অসুবিধা

বন্ড হলো একটি দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল। এর কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

সুবিধা

১. সুদের হার: বন্ডের ক্ষেত্রে সুদের হার নির্দিষ্ট থাকে ফলে বন্ডে বিনিয়োগকারীদের আয়ও নির্দিষ্ট থাকে। ফলে তাদের আয়ের নিশ্চয়তা থাকে।

২. ঝুঁকি কম: বন্ড ইস্যুকারি প্রতিষ্ঠানকে বন্ডের বিপরীতে স্থায়ী বা অন্যান্য সম্পত্তি জামানত হিসেবে রাখতে হয়। ফলে বন্ডে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি কম থাকে।

৩. মুনাফা এবং সম্পদের উপর অধিকার : কোম্পানির নিট মুনাফা থেকে সর্বপ্রথম বন্ড মালিকদের সুদ প্রদান করা হয় এবং কোম্পানি বিলুপ্তি বা অবসায়নের সময় সম্পদ বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সর্বপ্রথম বন্ড মালিকদের পাওনা টাকা পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ যে কোন আর্থিক দাবি পূরণের সময় বন্ড মালিকদের দাবি সাধারণ এবং অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের দাবির পূর্বে পরিশোধ করা হয়।

অসুবিধা

১. কম আয় হার: সাধারণ শেয়ার এবং অগ্রাধিকার শেয়ারের তুলনায় বন্ড কম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বন্ড মালিকদের আয় হারও কম হয়।

২. নিয়ন্ত্রণ: বন্ড মালিকদের ভোটাধিকার থাকে না ফলে বন্ড মালিকরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

ডিবেঞ্চগরের সুবিধা ও অসুবিধা

বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবে ডিবেঞ্চগরের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

সুবিধা

১. নিয়মিত আয়: ডিবেঞ্চগরও এক ধরনের বন্ড। তাই এদেরকে বন্ডের ন্যায় ডিবেঞ্চগরে বিনিয়োগকারীদেরকে একটি নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত সুদ প্রদান করা হয়।

২. নির্দিষ্ট মেয়াদ: ডিবেঞ্চগর সাধারণত একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উসু্য করা হয়। তাই অনেক বিনিয়োগকারী এটিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়।

অসুবিধা

১. জামানতবিহীন: ডিবেঞ্চগরের বিপরীতে কোন সম্পদ জামানত রাখা হয় না। ফলে এটি অন্যান্য বন্ডের চেয়ে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।


২. নিয়ন্ত্রণ: যেহেতু ডিবেঞ্চরও একধরনের বন্ড তাই এটির মালিকদেরও ভোটাধিকার থাকে না। ফলে কোম্পানির পরিচালনার ক্ষেত্রে ডিবেঞ্চর মালিকরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

৩. মুনাফা ও সম্পদে অধিকার: বন্ড মালিকদের সুদ পরিশোধ করার পর ডিবেঞ্চর মালিকদের সুদ পরিশোধ করা হয়। অনুরূপভাবে কোম্পানির বিলুপ্তি বা অবসায়নের সময়ও বন্ড মালিকদের আর্থিক দাবি পরিশোধের পর ডিবেঞ্চর মালিকদের পাওনা পরিশোধ করা হয়।

সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য

সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ার যৌথমূলধনী কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের অন্যতম উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

পার্থকের বিষয়	সাধারণ শেয়ার	অগ্রাধিকার শেয়ার
১. সংজ্ঞা	শেয়ার হলো একটি ডকুমেন্ট যা কোম্পানির আংশিক মালিকানা উপস্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে শেয়ারহোল্ডাররাই কোম্পানির প্রকৃত মালিক।	যে শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ প্রদান ও অন্যান্য আর্থিক দাবি পরিশোধের সময় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।
২. লভ্যাংশ প্রাপ্তি	এটির লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট থাকে না। কোম্পানির পরিচালকগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়।	এটির উপর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়।
৩. ভোটাধিকার	সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের ভোটাধিকার রয়েছে।	অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারগণের ভোটাধিকার নেই।
৪. দায় পরিশোধ	কোম্পানি বিলোপ বা অবসায়নের সময় বন্ড ও অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের দায় মেটানোর পর সাধারণ শেয়ারমালিকদের পাওনা পরিশোধ করা হয়।	কোম্পানি বিলোপ বা অবসায়নের সময় ঋণ বা ঋণপত্রের মালিকদের পাওনা মেটানোর পর এদেও পাওনা পরিশোধ করা হয়।
৫. মেয়াদ	সাধারণ শেয়ারের মেয়াদ চিরস্থায়ী।	অগ্রাধিকার শেয়ার চিরস্থায়ী বা পরিশোধ্য হতে পারে।
৬. ক্রমযোজিত লভ্যাংশ	পর্যাপ্ত পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হলেই কেবল এর উপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয়।	পর্যাপ্ত পরিমাণে মুনাফা না হলে লভ্যাংশ প্রদানে ব্যর্থ হলে পরবর্তীকালে মুনাফা অর্জিত হলে বকেয়া লভ্যাংশ সহ লভ্যাংশ প্রদান করা করতে হয়।
৮. রূপান্তরযোগ্যতা	এটিকে অগ্রাধিকার শেয়ারে রূপান্তর করা যায় না।	এটিকে শর্ত অনুযায়ী সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করা যায়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চর এর সুবিধা ও অসুবিধা ও এদের মধ্যে পার্থক্য করে করে এ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান যাচাই করে তুমি তোমার শিখনকার্যটি বালাই করে নেও।
---	------------------------	---



সারসংক্ষেপ :

সাধারণ শেয়ারের সুবিধাগুলো হলো: অধিক আয়, তারল্যতা ও সীমাবদ্ধ দায় এবং অসুবিধা গুলো হলো: অধিক ঝুঁকি ও সবার পরে মুনাফা ও আর্থিক দাবি পরিশোধ করা হয়। অগ্রাধিকার শেয়ারের সুবিধা হলো: লভ্যাংশ ও আর্থিক দাবি পরিশোধের সময় অগ্রাধিকার দেওয়া হয় আর অসুবিধা হলো: কোম্পানির উপর এদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং অধিক আয় হলেও এরা নির্দিষ্ট লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। বন্ড এবং ডিবেঞ্চর এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হাওে সুদ প্রদান কর হয় এবং কোম্পানির উপর এদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটির ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে?

ক. শেয়ার

খ. অগ্রাধিকার শেয়ার

গ. বন্ড

ঘ. ডিবেঞ্চর

২। নিচের কোনটি ক্ষেত্রে সর্বশেষ লভ্যাংশ প্রদান করা হয়?

ক. বন্ড

খ. শেয়ার

গ. অগ্রাধিকার শেয়ার

ঘ. ডিবেঞ্চর

৩। নিচের কোনটি ইস্যু করার সময় কোন সম্পদ জামানত রাখা হয় না?

ক. শেয়ার

খ. বন্ড

গ. অগ্রাধিকার শেয়ার

ঘ. ডিবেঞ্চর

পাঠ-৭.৩

বাংলাদেশের শেয়ারবাজার, লভ্যাংশ ও লভ্যাংশ নীতি



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের শেয়ার বাজার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লভ্যাংশ ও লভ্যাংশ নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



বাংলাদেশের শেয়ারবাজার

শেয়ারবাজারকে মূলধন বাজার বলা হয় এবং একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা থাকে শেয়ারবাজার যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। অতএব, এখানে বিনিয়োগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এখানে বিনিয়োগ করার পূর্বে কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন তথ্য যেমন: শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস), প্রাইস আর্নিংস রেশিও, লভ্যাংশ প্রদানের ধরন, শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য, ব্যবসায়ের ধরন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্প খাত এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন ও বাজার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। গুজব বা মিথ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ করলে আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

শেয়ার ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান এবং শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত শেয়ার বাজার প্রয়োজন। এধরনের প্রতিষ্ঠানকে স্টক এক্সচেঞ্জ বলে। কোম্পানিগুলো স্টক এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে এবং বিনিয়োগকারীদেরও শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা কবে থাকে। বাংলাদেশে দু'টি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে।

- ১) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
- ২) চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

এ দু'টি স্টক এক্সচেঞ্জে বিভিন্ন কোম্পানির সাধারণ শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, ডিবেঞ্চর এবং বন্ড ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় হয়। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারগুলোকে এ,বি, জি, এন এবং জেড ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এ দু'টি স্টক এক্সচেঞ্জে গতিশীল করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।

নিচে এ দু'টি স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ: বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ মাধ্যমিক শেয়ারবাজার হলো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ। ১৯১৩ সালের কোম্পানির আইনের আওতায় এটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৫৪ সালে নিবন্ধিত হয়ে East Pakistan Stock Exchange Association Ltd. নামে ১৯৫৬ সালে যাত্রা শুরু করে। ১৯৬২ সালে এ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় “East Pakistan Stock Exchange Ltd.” এবং ১৯৬৪ সালে তা পুনরায় পরিবর্তন করে বর্তমান ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ নাম করন করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ১৯৭১ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা ছিল ১৯৬টি যার পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪০০ (চারশত) কোটি টাকা। বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর কোম্পানির সংখ্যা হলো ৫৬৩ টি। এটি ১৮ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমেই শুধুমাত্র এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া যায় এবং লেনদেনে অংশগ্রহণ করা যায়। সাধারণত শেয়ারবাজারের গতি বা সার্বিক অবস্থা বুঝার জন্য সূচক ব্যবহার করা হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তিনটি সূচক ব্যবহার হয়। যেমন:

- ক. ডিএসই ব্রড সূচক
- খ. ডিএসইএস সূচক এবং

গ. ডিএসই ৩০ সূচক

২. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ: দেশের দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ হলো সিএসই। ১৬৯৫ সালের ১০ই অক্টোবর হতে এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা এক্সচেঞ্জের ন্যায় কোম্পানি আইনের আওতায় অলাভজনক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে (নিবন্ধক তারিখ: ১.৪.১৯৯৫) ট্রেডিং শুরু করে। শুরুতে এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৩০টি এবং পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ও ডিবেঞ্চরসহ এর মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ২১৫.৪ কোটি টাকা। এটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মতো ১৮ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। এর উদ্দেশ্য, নীতি ও কার্যাবলি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের অনুরূপ। ২০১৫ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা ছিল ২৮৯ এবং বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৫৭১৪৬.৪০ কোটি টাকা। বর্তমানে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর কোম্পানির সংখ্যা হলো ২৯৬ টি। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মতো এটিতেও তিনটি সূচক ব্যবহার হয়। যেমন:

ক. সিএসই সকল শেয়ারমূল্য সূচক

খ. সিএসইএক্স সূচক

গ. সিএসই ৩০ সূচক

শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ পদ্ধতি

দু'টি উপায়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন:

১. প্রাথমিক বাজার (Primary Market) ও
২. সেকেন্ডারি বাজার (Secondary Market) এর মাধ্যমে।

১. প্রাথমিক বাজার (Primary Market): একটি কোম্পানি যে বাজারে শেয়ার বিক্রির প্রথম প্রস্তাব (Initial public offer) করে, সে বাজারকে প্রাথমিক বাজার বলে। কোনো কোম্পানি প্রথম বারের মতো শেয়ার বিক্রি করলে সেটিকে শেয়ার বিক্রির প্রথম প্রস্তাব বলে। একজন বিনিয়োগকারী কোনো কোম্পানির শেয়ার বিক্রির প্রথম প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করে লটারির মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় করার সুযোগ পায়। এ বাজারে একবারই শেয়ার বিক্রি করা হয়। অর্থাৎ বার বার লেনদেন করা হয় না।

২. সেকেন্ডারি বাজার (Secondary Market): এটি একটি আর্থিক বাজার যেখানে প্রাথমিক বাজারের মাধ্যমে হুসুকৃত শেয়ার বার বার লেনদেন হয়। অর্থাৎ যে বাজারে বিনিয়োগকারিরা নিয়মিত বা বারংবার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে সে বাজারকে সেকেন্ডারি বাজার বলা হয়। যেমন: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি।

লভ্যাংশ ও লভ্যাংশ নীতি

একটি কোম্পানির বিক্রয় আয় হতে ঋণের সুদ, কর, ঋণপত্রের সুদ এবং অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশ বাদ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নিট মুনাফা বলে। এই নিট মুনাফা লভ্যাংশ আকারে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করা হয়। সাধারণত কোম্পানি অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করে না। এর কিছু অংশ লভ্যাংশ আকারে বন্টন করা হয় এবং কিছু অংশ ব্যবসায় রেখে দেওয়া হয় ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করে অধিকহারে মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায়। নিট মুনাফার যে অংশ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হয় তাকে লভ্যাংশ (Dividend) বলা হয়। আর যে অংশ বন্টন না করে ব্যবসায় রেখে দেওয়া হয় তাকে ফেরত আয় (Retained Earnings) বলে।

সাধারণত লভ্যাংশ দুইভাগে ভাগ করা যায়:

১. নগদ লভ্যাংশ (Cash Dividend)
২. স্টক লভ্যাংশ (Stock Dividend)

১. নগদ লভ্যাংশ (Cash Dividend): নিট মুনাফার যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে নগদ টাকায় বন্টন করা হয় তাকে নগদ লভ্যাংশ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ: ডিবিএইচ কোম্পানি লিমিটেড ১৫% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রে যদি একজন শেয়ারহোল্ডার ঐ কোম্পানির ১০ টাকা মূল্যের ১০০০ শেয়ার ধারণ করে। তাহলে ঐ ব্যক্তি নগদ লভ্যাংশ হিসেবে $(10 \times 1000) \times 15\% = 1500$ টাকা পাবে।

২. স্টক লভ্যাংশ (Stock Dividend): যখন একটি কোম্পানি নগদ লভ্যাংশের পরিবর্তে স্টক প্রদান করে তখন তাকে স্টক লভ্যাংশ বলে। সাধারণত বর্তমানে ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর আনুপাতিক হারে স্টক লভ্যাংশ দিয়ে থাকে। ফলে কোম্পানির শেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ: বিএসসি লিমিটেড বর্তমানে ১০ টাকা মূল্যের ১ কোটি শেয়ার আছে। যদি কোম্পানি ৫০ শতাংশ বা ২:১ অনুপাতে স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করে। তাহলে বিনিয়োগকারীর বর্তমানে ১০০০টি শেয়ার থাকলে স্টক লভ্যাংশ পাওয়ার পর তার শেয়ারের সংখ্যা হবে ১,৫০০টি এবং কোম্পানির মোট ইস্যুকৃত শেয়ার হবে ১.৫ কোটি।

লভ্যাংশ নীতি


প্রতিটি কোম্পানিকে প্রতিবছর লভ্যাংশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। নিট মুনাফার কত অংশ লভ্যাংশ আকারে বন্টন করা হবে এবং কত অংশ বন্টন না করে রেখে দেওয়া হবে, নগদ লভ্যাংশ না স্টক দেওয়া হবে ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। একটি কোম্পানির লভ্যাংশ বন্টন সংক্রান্ত নীতিমালাকে লভ্যাংশ নীতি বলে।


সাধারণত লভ্যাংশ নীতি তিন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন:

১. স্থিতিশীল টাকা লভ্যাংশ নীতি : এ নীতি অনুযায়ী প্রতিবছর অর্জিত মুনাফা হতে সমপরিমাণ টাকা লভ্যাংশ দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ: যদি এসিআইফরমূলা কোম্পানি লিমিটেড প্রতিবছর শেয়ারপ্রতি ৫ টাকা লভ্যাংশ দেয় তাহলে এটিকে স্থিতিশীল লভ্যাংশ নীতি বলা হবে। এ নীতি অনুযায়ী শেয়ারপ্রতি আয় বৃদ্ধি পেলেও বিগত বছরগুলোতে প্রদত্ত লভ্যাংশের সমপরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। সাধারণত এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশের পরিমাণ কমে না।

২. লভ্যাংশ প্রদান অনুপাত নীতি: এ নীতি অনুযায়ী কোম্পানি প্রতিবছর আয়ের কত অংশ লভ্যাংশ প্রদান করবে তা নির্ধারণ করা হয়। এ নীতি অনুসারে কোম্পানি প্রতিবছর আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি কোম্পানি ৫০% লভ্যাংশ প্রদানের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করে। তাহলে যদি কোম্পানির অর্জিত আয় ৪ কোটি টাকা হয়, তাহলে লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ার মালিকদের ৪ কোটি \times ৫০% বা ২ কোটি টাকা প্রদান করা হবে।

৩. স্থির লভ্যাংশ সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ নীতি: যেসব কোম্পানির আয় স্থিতিশীল বা নিয়মিত নয়, সেসব কোম্পানির জন্য এটি একটি আদর্শ লভ্যাংশ নীতি। এ নীতি অনুযায়ী কোম্পানি প্রতিবছর ন্যূনতম স্থিতিশীল লভ্যাংশের সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ প্রদান করে। অন্যান্য লভ্যাংশ নীতির তুলনায় এটি অনেক নমনীয় বিধায় অনেক কোম্পানি এই লভ্যাংশ নীতি অনুসরণ করে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের শেয়ার বাজার এবং শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ পদ্ধতি পাশাপাশি লভ্যাংশ নীতি সমূহ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান যাচাই করে তুমি তোমার শিখনকার্যটি ঝালাই করে নেও।
---	------------------------	--

	সারসংক্ষেপ :
শেয়ারবাজারকে মূলধন বাজার বলা হয়। বাংলাদেশে দু'টি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে। যথা: ১. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও ২. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। দু'টি উপায়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন: প্রাথমিক বাজার (Primary Market): একটি কোম্পানি যে বাজারে শেয়ার বিক্রির প্রথম প্রস্তাব (Initial public offer) করে, সে বাজারকে প্রাথমিক বাজার বলে ও সেকেন্ডারি বাজার (Secondary Market): যে বাজারে বিনিয়োগকারীরা নিয়মিত বা বারংবার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে সে বাজারকে সেকেন্ডারি বাজার বলা হয়। নিট মুনাফার যে অংশ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হয় তাকে লভ্যাংশ (Dividend) বলা হয়।	



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকদের অসুবিধা কোনটি?

- ক. নির্দিষ্ট হারে আয়
গ. অসীম আয়

- খ. সীমাবদ্ধ দায়
ঘ. মুনাফার উপর অগ্রাধিকার

২। নিট মুনাফার একটি অংশ যখন শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে নগদ আকারে বন্টন করা হয় তাকে কি বলে?

- ক. বোনাস লভ্যাংশ
গ. নগদ লভ্যাংশ

- খ. স্টক লভ্যাংশ
ঘ. রাইট শেয়ার

৩। নিচের কোন নীতি অনুযায়ী প্রতিবছর আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়?

- ক. স্থিতিশীল টাকা লভ্যাংশ নীতি
গ. স্থির লভ্যাংশ নীতি

- খ. অনুপাত লভ্যাংশ নীতি
ঘ. স্থির লভ্যাংশ সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ নীতি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

জনাব ফারুক নূরানী ডাইং কোম্পানির প্রথমবারের মতো শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দেখে আকৃষ্ট হয়ে তা ক্রয় করেন। কয়েক বছর পর তার অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি তা বিক্রি করতে বাজারে যেতে চাচ্ছেন।

৪। জনাব ফারুক নূরানী ডাইং কোম্পানির শেয়ার কোথায় হতে সংগ্রহ করেছেন?

- ক. সেকেন্ডারি বাজার
গ. সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

- খ. প্রাথমিক বাজার
ঘ. কোম্পানির প্রধান অফিস

৫। শেয়ার বিক্রির জন্য জনাব ফারুকের কোন বাজার যুক্তিসঙ্গত হবে?

- ক. কোম্পানির প্রধান অফিস
গ. সেকেন্ডারি বাজার

- খ. সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
ঘ. প্রাথমিক বাজার



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. শেয়ার কী?
২. বন্ড কী?
৩. অগ্রাধিকার শেয়ার কী?
৪. ডিবেঞ্চার কী?
৫. প্রাথমিক বাজার কী?
৬. সেকেন্ডারী বাজার কী?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. কোন লভ্যাংশ নীতিতে আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়?
২. মুনাফার একটি অংশ ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের কোন ধরনের কাজের জন্য সংরক্ষিত থাকে?
৩. শেয়ারবাজারের সার্বিক অবস্থা বোঝার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?
৪. শেয়ারবাজার যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে কোন ধরনের বাজার হিসাবে ভূমিকা রাখে?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব মিজান সরকারি চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পর ষাট লক্ষ টাকা হাতে পান। তিনি এই অর্থ কোন একটি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। তিনি এমন একজন বিনিয়োগকারী হতে চান যেন তাকে সুদ পেতে না হয় এবং কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাই তিনি 'ডিবিএইচ' ও 'এসআই' কোম্পানির বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন।

ক. ডিবেঞ্চর বলতে কী বুঝেন?

খ. কোন ধরনের লভ্যাংশ প্রদান করলে কোম্পানির শেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে? ব্যাখ্যা করুন।

গ. জনাব মিজান 'ডিবিএইচ' ও 'এসআই' কোম্পানির কোন তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. কোন ধরনের বিনিয়োগকারী হওয়া জনাব মিজানের জন্য যুক্তিযুক্ত হবে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ করুন।

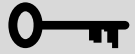
২। নূরানী ডাইং কোম্পানি তাদের জমি জনাব ইসলামের নিকট জামানত হিসেবে রেখে ৫ কোটি টাকা ঋণ মূলধন সংগ্রহ করে। জনাব ইসলামের সাথে কোম্পানির যে চুক্তি হয়েছে তাতে অর্থ ফেরত পাওয়ার তারিখ ২০১৭ সালে ১ জানুয়ারি উল্লেখ আছে। হঠাৎ কোম্পানিটি ২০১৬ সালের জুন মাসে বিলুপ্ত হবে বলে ঘোষণা আসে। তাতে তিনি বিচলিত হননি।

ক. শেয়ার মালিকদের প্রাপ্য আয় কী?

খ. যেসব কোম্পানির আয় স্থিতিশীল, তারা কেন স্থির লভ্যাংশের সাথে অতিরিক্ত নীতি অনুসরণ করে? ব্যাখ্যা করুন।

গ. নূরানী ডাইং কোম্পানি অর্থায়নের জন্য কোন কৌশলটি বেছে নিয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. নূরানী ডাইং কোম্পানি বিলুপ্ত হওয়া বা না হওয়া উভয় ক্ষেত্রে জনাব ইসলামের বিনিয়োগের নিরাপত্তাটি মূল্যায়ন করুন।



উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১. ক

২. খ

৩. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১. ক

২. খ

৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১. ক

২. গ

৩. খ

৪. খ

৫. গ